



38623 - রোগা অবস্থায় যার স্বপ্নদোষ হয়েছে কনিতু সতে বীর্যরে কোন আলামত দেখেনি

প্রশ্ন

রোগা অবস্থায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। কনিতু, আমি ঘুম থেকে জগে বীর্যপাতরে কোন কছি দেখতে পাইনি। এর মানে আমি বীর্যপাত না করে স্বপ্ন দেখেছি। এমতাবস্থায় আমি কি গোসল করে আমার রোগা পূরণ করব; নাকি গোসল না করাই পূরণ করব; নাকি রোগা ভঙ্গে ফলেব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

যে ব্যক্তরি স্বপ্নদোষ হয়েছে এরপর ঘুম থেকে জাগার পর সতে বীর্যরে কোন আলামত তার কাপড়ে দেখতে পায়নি তার উপর গোসল আবশ্যিক হবে না।

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলেন:

যে ব্যক্তরি স্বপ্নদোষ হওয়াটা সতে জেনেছে, কনিতু (পশোকে) বীর্য পায়নি তার উপরে গোসল ফরয নয়। ইবনুল মুনযরি বলেন: যত জন আলমেরে অভমিত আমার মুখস্ত আছে তারা সকলে এই মতরে উপর ইজমা করছেন।

উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করনে যে, উম্মে সুলাইম (রাঃ) বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন মহলিার যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে কিতার উপর গোসল ফরয হবে? তনি বললনে: হ্যাঁ; যদি পানি (বীর্য) দেখে।[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি] এ হাদসি নরিদশে করছে যে, যদি পানি (বীর্য) না দেখে তাহলে তার উপর গোসল ফরয নয়।[সমাপ্ত]

দুই:

স্বপ্নদোষের কারণে রোগা ভঙ্গ হবে না। কারণ স্বপ্নদোষ রোগাদাররে অনচ্ছায় ঘটতে থাকে।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন:

আলমেগণরে ইজমা হচ্ছ- কারো স্বপ্নদোষ হলে রোগা ভঙ্গবে না। কারণ সতে ব্যক্তি এক্ষত্রে অপারগ। যমেন- কারো



অনচ্ছা সত্বেও কোন একটি মাছ যদি উড়ে এসে কারো পটে ঢুকতে যায়। এ মাসয়ালার দলিলের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে-
ভিত্তি। পক্ষান্তরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত: “যে ব্যক্তি বিমর্ষিত হয়ে, কথিবা যার স্বপ্নদোষ
হয়ছে, কথিবা যে শঙ্কিত হয়ে গেছে তার রোগা ভাঙবে না” হাদিসটি ‘যয়ফি’ (দুর্বল); যা দলিল পশে করার উপযুক্ত
নয়।[সমাপ্ত]

তিনি ‘মুগনি’ গ্রন্থে (৪/৩৬৩) আরও বলেন:

কারো যদি স্বপ্নদোষ হয় তার রোগা ভাঙবে না। কনেনা স্বপ্নদোষ তার অনচ্ছায় ঘটে থাকে। সুতরাং এটি ঐ মাসয়ালার
সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – কটে যদি ঘুমিয়ে থাকে আর তার গলার ভেতরে কোন কিছু ঢুকতে যায়।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায় (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে দিনের বেলায় ঘুমিয়েছে এবং তার স্বপ্নদোষ
হয়ছে, বীর্যও বের হয়েছিল; সে কি ঐ দিনের রোগার কাযা পালন করবে?

জবাবে তিনি বলেন:

তার উপর কাযা আবশ্যিক নয়। কনেনা স্বপ্নদোষ তার ইচ্ছাধীন নয়। কিন্তু, তার উপর গোসল ফরয; যদি বীর্য দেখে
থাকে।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৫/২৭৬)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল রমযানের দিনের বেলায় যার স্বপ্নদোষ হয়েছিল?

জবাবে তিনি বলেন: তার রোগা সহি। স্বপ্নদোষের কারণে রোগা ভাঙবে না। কনেনা স্বপ্নদোষ তার এখতিয়ারে নই।
ঘুমন্ত অবস্থায় কলম তুলে রাখা হয়।[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৭৪) এসছে:

যে ব্যক্তির রোগা অবস্থায় কথিবা হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়েছিল তার কোন গুনাহ নই; তার উপর
কাফফারা নই। এটি তার রোগার উপর, হজ্জের উপর বা উমরার উপর কোন প্রভাব ফলেবে না। তার উপর ফরয হল:
জানাবাতের গোসল করা; যদি সে বীর্যপাত করে থাকে।[সমাপ্ত]